OPEN ACCESS
IF 8.111

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 22
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 195 - 205
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 195 - 205
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

দেশভাগের আখ্যান প্রান্তিকতার বয়ান : 'আগুন পাখি' উপন্যাসে উত্তর-উপনিবেশবাদ, নারীবাদ, ট্রমা এবং পরিবেশ-মনস্তত্ত্ব

প্রদীপ কুমার রায়
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শীতলকুচি কলেজ
Email ID: pkrslkc@gmail.com

Received Date 15. 06. 2026
Selection Date 15. 07. 2026

Keyword
দেশভাগ, জাতীয়তাবাদ, সংস্কৃতি এবং মনস্তত্ত্ব, অমিয়ভূষণ মজুমদার, প্রফুল্ল রায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, হাসান আজিজুল হক, আগুনপাখি।

Abstract

Discussion

প্রাক্কথা : ১৯৪৭ সালের ভারতবর্ষের বিভাজন বাঙালি জাতীয়তাবাদ, সংস্কৃতি এবং মনস্তত্ত্বে এক গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। এই ভূ-রাজনৈতিক বিপর্যয় কেবল মানচিত্রের বুকে একটি কৃত্রিম সীমারেখা টেনে দেয়নি, বরং তা লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনকে রাতারাতি বদলে দিয়েছে। বাংলা সাহিত্যে দেশভাগের এই ট্রাজেডি নিয়ে নানা বিভঙ্গের সমৃদ্ধ আখ্যান নির্মিত হয়েছে। অমিয়ভূষণ মজুমদার, প্রফুল্ল রায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কিংবা নারায়ণ সান্যালের উপন্যাসে দেশভাগের বহুবিধ সামাজিক, রাজনৈতিক ও মানবিক বিপর্যয় মূর্ত হয়ে উঠেছে।

দেশভাগের এই সুবিশাল সাহিত্যিক ঐতিহ্যের মধ্যে হাসান আজিজুল হকের *আগুনপাখি* (২০০৬) একটি সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী এবং মাইলফলক সৃষ্টিকারী সংযোজন। প্রথাগত দেশভাগ সাহিত্যে যেখানে দাঙ্গার বীভৎসতা, বাস্তুচ্যুত মানুষের দীর্ঘ মিছিল, কিংবা রাজনৈতিক নেতাদের কূটকৌশল প্রাধান্য পেয়েছে, সেখানে *আগুনপাখি* আশ্চর্য নীরবতায় এক গ্রামীণ পরিবারের অভ্যন্তরীণ ভাঙনকে পর্যবেক্ষণ করে। পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলের কথ্য ভাষায় রচিত এই উপন্যাস দেশভাগের সামগ্রিক ইতিহাসকে এক ভিন্ন মাত্রায় নিয়ে যায়। হাসান আজিজুল হক এখানে ইতিহাসের মহাকাব্যিক ক্যানভাসকে একটি সাধারণ গ্রামীণ মুসলিম গৃহস্থালির আঙিনায় সংকুচিত করে এনেছেন, যা এর নান্দনিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্বকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।

ইতিহাসের যেকোনো বড় বিপর্যয় বা রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের মতো দেশভাগের মূল বয়ানগুলোও মূলত পুরুষতান্ত্রিক এবং রাষ্ট্রকেন্দ্রিক। ক্ষমতার অলিন্দে বসে পুরুষ রাজনীতিকদের নেওয়া সিদ্ধান্তের মাশুল দিতে হয়েছে সাধারণ

মানুষকে, যার মধ্যে সবচেয়ে প্রান্তিক অবস্থানে ছিলেন নারীরা। প্রথাবদ্ধ ইতিহাসে নারীদের কেবল 'দাঙ্গার শিকার', 'ধর্ষিতা', কিংবা 'উদ্বাস্তু' হিসেবে নিষ্ক্রিয় অবয়বে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাদের নিজস্ব কোনো রাজনৈতিক স্বর বা এজেন্সি (Agency) ছিল না বললেই চলে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পরিবারের পুরুষ সদস্যরা যখন স্থানান্তরের বা দেশত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন, তখন নারীদের সম্মতি ছাড়াই তাদের সেই সিদ্ধান্তের অনুগামী হতে হয়।

ফলস্বরূপ, দেশভাগের মূলধারার বয়ানে প্রান্তিক নারীর নিজস্ব মনস্তাত্ত্বিক রূপান্তর, তাদের ভেতরের নীরব প্রতিরোধ এবং শিকড় হারানোর ব্যক্তিগত ট্রমা চরমভাবে উপেক্ষিত থেকে গেছে। হাসান আজিজুল হকের *আগুনপাখি* এই ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক শূন্যতার জায়গাতেই আঘাত করে। উপন্যাসের নামহীন নারী চরিত্রটি এই পুরুষতান্ত্রিক ইতিহাসের অন্তরালে থাকা এক অবদমিত কণ্ঠস্বর, যার মনস্তাত্ত্বিক জার্নিটি প্রথাগত ইতিহাসের পাতায় স্থান পায়নি।

বর্তমান প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হল প্রথাগত একরৈখিক পাঠের বাইরে গিয়ে *আগুনপাখি* উপন্যাসটিকে একটি সুসংহত তাত্ত্বিক বহুত্ববাদের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা। উপন্যাসটির মূল চরিত্র তথা সেই নামহীন গ্রামীণ গৃহবধূর মনস্তাত্ত্বিক রূপান্তরকে উন্মোচন করার জন্য এই গবেষণায় চারটি সমসাময়িক ও প্রভাবশালী তাত্ত্বিক বয়ানকে যুক্ত করা হয়েছে - উত্তর-উপনিবেশবাদ, সাবঅল্টার্ন নারীবাদ, ট্রমা স্টাডিজ এবং পরিবেশ-মনস্তত্ত্ব।

প্রস্তাবিত এই চারটি তাত্ত্বিক মেলবন্ধনের গুরুত্ব এখানেই যে, এরা প্রত্যেকে চরিত্রটির এক একটি ভিন্ন স্তরকে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে। উত্তর-উপনিবেশবাদ যেখানে কৃত্রিম সীমানা ও জাতীয়তাবাদের সংকটকে স্পষ্ট করে, সাবঅল্টার্ন নারীবাদ সেখানে প্রকাশ করে সেই সংকটের মুখে নারীর প্রতিরোধী কণ্ঠস্বরকে। আবার ট্রমা স্টাডিজ যখন দেশান্তরের ফলে তৈরি হওয়া মানসিক ক্ষতকে চিহ্নিত করে, পরিবেশ-মনস্তত্ত্ব বা 'টোপোফিলিয়া' তখন দেখায় কীভাবে সেই ক্ষত নিরাময়ে প্রকৃতি ও বাস্তুভিটা নারীর প্রধান অবলম্বন হয়ে ওঠে। এই বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ পদ্ধতিটি সমালোচনা সাহিত্যে *আগুনপাখি* উপন্যাসের একটি নতুন এবং গভীরতর পাঠ প্রস্তুত করতে সহায়ক হবে।

বক্ষ্যমাণ গবেষণা নিবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য হল – হাসান আজিজুল হকের *আগুনপাখি* উপন্যাসের নামহীন নারী কথক কেবল দেশভাগের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের কোনো নিষ্ক্রিয় শিকার (Passive Victim) নন; বরং তিনি উত্তর-উপনিবেশবাদী ও পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যের মুখে দাঁড়িয়ে সাবঅল্টার্ন প্রতিরোধ এবং পরিবেশগত আত্মপরিচয়ের এক জীবন্ত প্রতীক। যখন রাষ্ট্র, সমাজ এবং নিজস্ব একান্নবর্তী পরিবার উন্নত জীবনের প্রলোভনে বা নিরাপত্তার অজুহাতে তাদের পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে নতুন তৈরি হওয়া নেশন-স্টেটে (পূর্ব পাকিস্তান) চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন এই অক্ষরজ্ঞানহীন নারী সম্পূর্ণ একা দাঁড়িয়ে সেই সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করেন। তার এই 'না' বলতে পারার ক্ষমতাই তাকে ইতিহাসের অবদমিত অবস্থান থেকে সাবঅল্টার্ন এজেন্সিতে উত্তরণ ঘটায়। একই সাথে, ভৌগোলিক মানচিত্রের চেয়ে নিজের আঙিনা, গাছপালা ও মাটিকে শ্রেয় মনে করার মাধ্যমে তিনি এক অনন্য পরিবেশবাদী মনস্তত্ত্বের পরিচয় দেন। ফলে, তার এই প্রতিরোধ কেবল একটি ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত থাকে না, তা হয়ে ওঠে ভূ-রাজনৈতিক বিভাজনের বিরুদ্ধে এক মহাকাব্যিক মানবিক ইশতেহার।

উত্তর উপনিবেশবাদী সংকট ও দেশভাগের রাজনীতি : ১৯৪৭ সালের ভারত-বিভাজন কেবল একটি রাজনৈতিক মানচিত্রের পরিবর্তন ছিল না; এটি ছিল উত্তর-উপনিবেশবাদী মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক সংকটের এক চরম বহিঃপ্রকাশ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দীর্ঘদিনের 'ভাগ করো এবং শাসন করো' (Divide and Rule) নীতির অবসান ঘটে দেশভাগের মধ্যদিয়ে, যা ফ্রান্তজ ফানো (Frantz Fanon) বর্ণিত ঔপনিবেশিক সহিংসতার এক দীর্ঘস্থায়ী রূপ। ফানো তাঁর *The Wretched of the Earth* (1961) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, উপনিবেশবাদ কেবল ভৌগোলিক দখলদারিত্ব নয়, তা স্থানীয় মানুষের মনস্তত্ত্ব এবং সামাজিক সম্পর্কের ভেতরেও স্থায়ী বিভাজন রেখা তৈরি করে দেয়।(Fanon, 52) হাসান আজিজুল হকের *আগুনপাখি* উপন্যাসে এই উত্তর-উপনিবেশবাদী সংকটটি অত্যন্ত সুচারুভাবে মূর্ত হয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানে যে নতুন 'নেশন-স্টেট' বা জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের জন্ম হয়, তা গ্রামীণ জনপদের চিরায়ত ও অসাম্প্রদায়িক জীবন কাঠামোকে রাতারাতি বদলে দেয়।

হোমি কে. ভাবা *Nation and Narration* (1990) গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, জাতীয়তাবাদ একটি কৃত্রিম এবং নির্মিত আখ্যান, যা সীমানা নির্ধারণের মাধ্যমে 'আমরা' বনাম 'ওরা' – এই দ্বিবিধ বিভাজন তৈরি করে।(Bhabha, 3) *'আগুনপাখি'*র গ্রামীণ পটভূমিতে এই কৃত্রিম রাজনৈতিক বিভাজন কীভাবে সাধারণ মানুষের সহজ-সরল মনস্তত্ত্বকে বিষিয়ে তোলে, তা উপন্যাসে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কথক লক্ষ্য করেন, যে হিন্দু ও মুসলিম প্রতিবেশীরা যুগ যুগ ধরে একসাথে শান্তিতে বসবাস করে আসছিল, রাজনীতির করাল গ্রাসে তাদের মধ্যে এক অদৃশ্য দূরত্ব তৈরি হতে শুরু করেছে। কথকের কর্তার ভাষায়—

> "এ এমন আগুন লেগেছে, আমি তো আমি, হিন্দু-মুসলমানের কোনো নেতাই এখন আর এ আগুন সামলাতে পারবে না খেলা করতে গিয়েছিল আগুন নিয়ে, এখন সেই আগুনে দেশ পুড়ে ছারখার হচ্ছে এ তাদের দেখতেই হবে।" (হক, ২২৫)

এই 'এমন আগুন' আসলে উত্তর-উপনিবেশিক রাষ্ট্রগঠনের প্রক্রিয়ায় ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের উত্থানের প্রতীক, যা মানুষের দীর্ঘদিনের সহাবস্থানকে ভেঙে দিয়ে তাদের বিভাজিত ও স্থানচ্যুত হতে বাধ্য করে।

পার্থ চট্টোপাধ্যায় তাঁর *The Nation and Its Fragments* (1993) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ঔপনিবেশিক আধুনিকতা এবং জাতীয়তাবাদী রাজনীতি সবসময় প্রান্তিক মানুষের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ভূগোলকে অবদমন করে একটি কৃত্রিম রাষ্ট্রীয় পরিচয় চাপিয়ে দিতে চায়। (Chatterjee, 11) উপন্যাসে কথকের স্বামী এবং পরিবারের অন্যান্য পুরুষ সদস্যরা খুব দ্রুত এই জাতীয়তাবাদী মহাবয়ানের (Grand Narrative) ফাঁদে পড়ে যান। তারা নিজেদের অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় নিরাপত্তার অজুহাতে নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। কিন্তু কথকের কাছে এই বিমূর্ত 'নেশন-স্টেট' বা নতুন রাষ্ট্রের ধারণাটি ছিল সম্পূর্ণ অবাস্তব ও অর্থহীন। তার কাছে নিজের চেনা মাটি এবং চেনা মানুষের চেয়ে বড় কোনো রাজনৈতিক পরিচয় ছিল না। রাষ্ট্র যখন মানুষকে ধর্মের ভিত্তিতে পুনর্বাসনের নামে বাস্তুচ্যুত করার চক্রান্ত করে, তখন কথক তার সহজাত বুদ্ধি দিয়ে এই কৃত্রিম জাতীয়তাবাদকে প্রশ্নবিদ্ধ করেন। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন—

> "সবাই কি সব ভুললে? এক মাঠ, এক ঘাট, এক রাস্তা, এক খরানি, এক বর্ষা, এক ধান - হায়, হায় দু-দলের মাত্তর কটো লোকের লেগে সব বরবাদ হয়ে গেল! সি যি কি চেল্লানি, কি হাঁকাড়ি কানে আসতে লাগল কি বলব!" (হক, ২২৬)

কথকের এই সরল অথচ গভীর রাজনৈতিক উপলব্ধি হোমি কে. ভাবার 'লিমিনালিটি' (Liminality) এবং 'ডিসেমিনেশন' (DissemiNation)-এর ধারণার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। ভাবার মতে, জাতি কোনো স্থির বা স্বাভাবিক সত্তা নয়; বরং তা রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক বয়ানের মাধ্যমে নির্মিত একটি কল্পিত পরিচয়। (Bhabha, 1-39) ফলে ব্যক্তি রাষ্ট্রের আরোপিত পরিচয় ও নিজের সাংস্কৃতিক-আত্মিক পরিচয়ের মধ্যবর্তী অন্তর্বর্তী অবস্থানে অবস্থান করে। কথকের কাছে চেনা মাটি, প্রতিবেশী ও যৌথ জীবনই প্রকৃত পরিচয়ের ভিত্তি; তাই তিনি রাষ্ট্রনির্মিত জাতীয়তাবাদী পরিচয়কে প্রত্যাখ্যান করে মানবিক সহাবস্থানকেই অধিকতর সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন।

দেশভাগের রাজনীতি গ্রামীণ সমাজব্যবস্থার একান্নবর্তী পারিবারিক কাঠামোটিকেও ভেঙে চুরমার করে দেয়। ঔপনিবেশিক উত্তর-প্রভাব কেবল রাষ্ট্রকেই খণ্ডিত করেনি, তা ব্যক্তির ঘরকেও খণ্ডিত করেছে। কথকের ছেলেরা যখন একে একে পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়, তখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে উত্তর-উপনিবেশবাদী রাষ্ট্র গঠনের আকাঙ্ক্ষা কীভাবে রক্তের সম্পর্ককে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। পুরুষতান্ত্রিক ও রাষ্ট্রীয় রাজনীতি এখানে সমান্তরালে কাজ করে। পুরুষরা মনে করে নতুন রাষ্ট্র তাদের মুক্তি দেবে, কিন্তু আদতে তারা উপনিবেশবাদের রেখে যাওয়া সাম্প্রদায়িক ফাঁদেই পা দেয়।

উপন্যাসের শেষাংশে যখন দেশভাগের চূড়ান্ত মুহূর্ত উপস্থিত হয়, তখন উত্তর-উপনিবেশবাদী সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে কথকের অবস্থানটি এক চরম রাজনৈতিক ইশতেহারে পরিণত হয়। তিনি রাষ্ট্রের তৈরি করা কৃত্রিম সীমানাকে এবং পুরুষতান্ত্রিক পরিবারের দেশান্তরের যৌথ সিদ্ধান্তকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করেন। মানচিত্রের কাঁটাতার যে মানুষের আত্মাকে বিভক্ত করতে পারে না, কথকের অনড় অবস্থান তারই প্রমাণ। তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দেন যে, রাজনৈতিক দলিলের চেয়ে তার পূর্বপুরুষের স্মৃতিবিজড়িত এই মাটি অনেক বেশি সত্য।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 22
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 195 - 205
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আগুনপাখি উপন্যাসে দেশভাগের রাজনীতি কেবল একটি ঐতিহাসিক ঘটনা মাত্র নয়; এটি উত্তর-উপনিবেশবাদী তাত্ত্বিক আলোকে রাষ্ট্র, কৃত্রিম জাতীয়তাবাদ এবং ভূ-রাজনৈতিক ক্ষমতার বিরুদ্ধে এক প্রান্তিক মানুষের অস্তিত্ববাদী লড়াইয়ের দলিল। হাসান আজিজুল হক দেখিয়েছেন কীভাবে উপনিবেশবাদের ক্ষত সাধারণ মানুষের জীবনকে খণ্ডিত করার চেষ্টা করলেও, শিকড়ের প্রতি অকৃত্রিম টান সেই কৃত্রিম সীমানাকে শেষ পর্যন্ত নস্যাৎ করে দেয়।

সাবঅল্টার্ন নারীত্ব এবং প্রতিরোধী স্বর (Agency) : জাতীয়তাবাদী ইতিহাস এবং দেশভাগের মূলধারার বয়ানগুলোতে প্রান্তিক নারীর অবস্থান সর্বদা অবদমিত ও নীরব। গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক তাঁর যুগান্তকারী প্রবন্ধ *Can the Subaltern Speak?* (1988) – এ দেখিয়েছেন যে, ঔপনিবেশিক শক্তির আধিপত্য এবং দেশীয় পিতৃতন্ত্রের দ্বিমুখী শোষণের ফলে সাবঅল্টার্ন বা প্রান্তিক নারী দ্বিগুণভাবে নীরব (Double-silenced) হয়ে পড়ে; তার নিজস্ব কোনো এজেন্সি বা প্রতিরোধী স্বর প্রকাশের সুযোগ থাকে না। (Spivak, 28) তবে হাসান আজিজুল হকের *আগুনপাখি* উপন্যাসের নামহীন নারী কথক স্পিভাকের এই চরম হতাশাবাদী তত্ত্বের এক অনন্য শৈল্পিক ব্যতিক্রম। উপন্যাসের প্রথমার্ধে গ্রামীণ পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর ভেতরে সম্পূর্ণ নীরব ও নামহীন থাকা এই গৃহবধূই উত্তর-উপনিবেশবাদী সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে তার সাবঅল্টার্ন অবস্থান থেকে এক প্রতিরোধী এজেন্সিতে (Resistant Agency)।

কাহিনির শুরুতে কথকের জীবন কাটে প্রথাগত পুরুষতান্ত্রিক সামাজের কঠোর অনুশাসনের মধ্যে। একান্নবর্তী পরিবারের রান্নাঘর, ঘোমটার অন্তরাল এবং শাশুড়ি ও স্বামীর সেবার মধ্যেই তার জগত সীমাবদ্ধ। সাবা মাহমুদ (Saba Mahmood) তাঁর *Politics of Piety : The Islamic Revival and the Feminist Subject* (2004) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, এজেন্সি কেবল পাশ্চাত্য আধুনিকতার আলোকেই প্রকাশ পায় না, বরং প্রথাগত বা ধর্মীয় কাঠামোর ভেতরেও নারীর নিজস্ব এক ধরণের সহনশীলতা ও প্রতিরোধ মূর্ত হতে পারে। (Mahmood, 14) *আগুনপাখি*র কথক পুরুষতান্ত্রিক এই বন্দিদশাকে মেনে নিয়েও তার ভেতরে এক তীব্র পর্যবেক্ষণক্ষমতা ধরে রাখেন। পরিবারের পুরুষ সদস্যরা যখন বাইরের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বা পারিবারিক ভাগ্য নির্ধারণের কর্তা, তখন কথক এক নীরব দর্শক। নিজের অস্তিত্ব এবং সামাজিক এই প্রান্তিকতা সম্পর্কে তিনি সচেতন। তাই তিনি বলেন -

> "সেই যি ঘানি টানতে লাগলাম, সারা জেবন একবারও আর থামতে পারলাম না। ডাইনে বললে ডাইনে, বাঁয়ে বললে বাঁয়ে। শুদুই হুকুম তামিল করা। অ্যাকন মনে হয়, জেবনের কুনো কাজ নিজে নিজে করি নাই, নিজের ইচ্ছা কেমন করে খাটাতে হয় কুনোদিন জানি নাই। আমি কি মানুষ, না মানুষের ছেঁয়া? তাও কি আমার নিজের ছেঁয়া? (হক, ২৯)

নিজের অস্তিত্বহীনতার এই বোধই প্রমাণ করে যে, তিনি পিতৃতন্ত্রের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থানকারী এক 'সাবঅলটার্ন' নামহীন সত্তা, যেখানে তার স্বতন্ত্র আত্মপরিচয় সম্পূর্ণভাবে মুছে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু দেশভাগজনিত হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা এবং দেশান্তরের উন্মাদনা যখন এই শান্ত গ্রামীণ পরিবারটিকে বিপর্যস্ত করে, তখন পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতার সমীকরণ আমূল পরিবর্তিত হয়ে যায়। পরিবারের পুরুষেরা – স্বামী ও ছেলেরা – নতুন নেশন-স্টেটের আকর্ষণ কিংবা নিরাপত্তার যুক্তিতে পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি ত্যাগ করে পূর্ব-পাকিস্তানে চলে যাওয়ার যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে; কিন্তু প্রথানুগত রীতিতেই সেই সিদ্ধান্তে কথকের সম্মতি বা মতামতের কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। বেল হুকস (Bell Hooks) তাঁর *Talking Back: Thinking Feminist, Thinking Black* (1989) গ্রন্থে দেখিয়েছেন, প্রান্তিক মানুষের জন্য ক্ষমতার বিরুদ্ধে 'কথা বলা' কিংবা 'না' বলতে পারাই চেতনার প্রথম মৌলিক রূপান্তরের সূচনা। (Hooks, 9) *আগুনপাখি*র চূড়ান্ত পর্বে কথক ঠিক এই প্রতিরোধী অবস্থানই গ্রহণ করেন। পুরুষতান্ত্রিক পরিবারের সেই যৌথ সিদ্ধান্তকে তিনি একক দৃঢ়তায় প্রত্যাখ্যান করে ঘোষণা করেন - সবাই চলে গেলেও তিনি তার চেনা ঘর ও জন্মভূমি ত্যাগ করবেন না। তার এই প্রতিবাদী উচ্চারণ পুরুষতান্ত্রিক কর্তৃত্বের ভিতকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে –

> "সি তুমি যেতে পারো তবে চেরকাল তুমি যা ঠিক কর তাই হয় না। তুমি অ্যানেক কিছু ঠিক কর নাই, কিন্তুক তাই হয়েছে। তুমি পাকিস্তান হওয়াও ঠিক কর নাই, তোমার সোংসার ভাঙাও ঠিক কর নাই।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 22
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 195 - 205
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> কিন্তুক উসবই হয়েছে। পিথিমিতে যতো জোর তোমার নিজের পরিবারের ওপর। আর একটি মানুষও তুমি পাও নাই জোর খাটাবার লেগে। তা ইবার আমি বলছি, বড় খোঁকা ্যাতোই বলুক, আর তুমি ্যাতো জোরই খাটাও, আমি যাব না। (হক, ২৪৪)

কথকের এই অনমনীয় অবস্থান স্পিভাকের সেই বিখ্যাত প্রশ্নের একটি তাৎপর্যপূর্ণ উত্তর নির্মাণ করে। এখানে সাবঅলটার্ন কেবল উচ্চারণের অধিকারই অর্জন করে না; বরং নিজস্ব সিদ্ধান্ত, আত্মপরিচয় এবং অস্তিত্বের ওপর সার্বভৌম কর্তৃত্বও প্রতিষ্ঠা করে।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা নারীর স্বতন্ত্র স্বাধীন অস্তিত্বকে অস্বীকার করে তাকে সর্বদা পুরুষের অধীন ও অনুগামী সত্তা হিসেবে নির্মাণ করতে চায়। কিন্তু *আগুনপাখি* উপন্যাসের নামহীন কথক এই প্রথাগত ধারণাকে মৌলিকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করেন। স্বামী ও সন্তানদের বিদায় জানিয়ে তিনি যখন বিশাল, জনশূন্য ভিটেমাটিতে একাকী থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন সেই সিদ্ধান্ত কেবল পারিবারিক বিচ্ছেদের নয়; বরং পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতাকাঠামো এবং রাষ্ট্রনির্ধারিত বাস্তবতার বিরুদ্ধে এক গভীর অস্তিত্ববাদী প্রতিরোধে পরিণত হয়। তার এই প্রতিরোধ উচ্চকণ্ঠ রাজনৈতিক স্লোগান বা প্রকাশ্য বিদ্রোহের ভাষায় ব্যক্ত হয়নি; বরং তা প্রকাশিত হয়েছে এক নীরব, সংযত, অথচ অদম্য আত্মপ্রত্যয়ের মাধ্যমে। কোনো পুরুষ, পরিবার কিংবা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ওপর নির্ভর না করে তিনি সম্পূর্ণ নিজের আত্মশক্তি, আত্মসচেতনতা এবং আত্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে নিজের এজেন্সি (Agency) বা স্বাধীন কার্যক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেন।

উপন্যাসের অন্তিম পর্বে এই আত্মপ্রতিষ্ঠার দর্শন আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সমস্ত একাকীত্ব, অনিশ্চয়তা এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতাকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেও তিনি নিজের সিদ্ধান্তে অবিচল থাকেন। তার আত্মঅন্বেষণ ও আত্মমুক্তির আকাঙ্ক্ষা নিম্নোক্ত উক্তিতে গভীর তাৎপর্য লাভ করেছে -

> "আমি আমাকে পাবার লেগেই এত কিছু ছেড়েছি। আমি জেদ করি নাই, কারুর কথার অবাধ্য হই নাই। আমি সবকিছু শুদু নিজে বুঝে নিতে চেয়েছি। (হক, ২৫২)

এই উক্তি প্রমাণ করে যে, কথকের সিদ্ধান্ত কোনো আবেগঘন বিদ্রোহ বা ব্যক্তিগত একগুঁয়েমির বহিঃপ্রকাশ নয়; বরং তা আত্মসত্তার অনুসন্ধান, আত্মচেতনার বিকাশ এবং অস্তিত্বের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার এক গভীর মানবিক প্রয়াস। তিনি নিজেকে আবিষ্কার করার জন্যই সমস্ত সামাজিক, পারিবারিক ও মানসিক বন্ধন অতিক্রম করতে প্রস্তুত হয়েছেন।

অতএব, বলা যায় যে, *আগুনপাখি* উপন্যাসের নামহীন কথক সাবঅলটার্ন নারীত্বের এক অনন্য প্রতিরোধী প্রতিমূর্তি। হাসান আজিজুল হক দেখিয়েছেন যে, ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসের অন্যতম সংকটময় অধ্যায় দেশভাগের প্রেক্ষাপটেও - একজন অক্ষরজ্ঞানহীন গ্রামীণ নারী পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রক্ষমতার সম্মিলিত আধিপত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজের স্বাধীন সত্তা, আত্মমর্যাদা এবং এজেন্সিকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম। ফলে আগুনপাখি কেবল দেশভাগজনিত মানবিক বিপর্যয়ের উপন্যাস নয়; বরং এটি সাবঅলটার্ন নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠা, আত্মমুক্তি এবং প্রতিরোধী চেতনার এক মহাকাব্যিক আখ্যান, যেখানে প্রান্তিক নারীর নীরব কণ্ঠস্বর ইতিহাসের কেন্দ্রস্থলে নিজের বৈধ অবস্থান নির্মাণ করে।

দেশভাগের মনস্তাত্ত্বিক ট্রমা ও স্মৃতির আখ্যান : ১৯৪৭ সালের দেশভাগ কেবল একটি রাজনৈতিক বা ভৌগোলিক বিভাজন ছিল না; এটি ছিল উপমহাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের মানসজগতে দীর্ঘস্থায়ী মনস্তাত্ত্বিক ক্ষতের সূচনা। দেশভাগের ফলে সৃষ্ট বাস্তুচ্যুতি, সাম্প্রদায়িক সহিংসতা, স্বজনবিচ্ছেদ এবং পরিচয়-সংকট ব্যক্তিমানসে যে গভীর অভিঘাত সৃষ্টি করে, তা পরবর্তী সময়ে স্মৃতি, নীরবতা এবং পুনরাবর্তিত মানসিক যন্ত্রণার মধ্যদিয়ে ক্রমাগত সক্রিয় থাকে। ট্রমা-তত্ত্বের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা মার্কিন সাহিত্য-তাত্ত্বিক ক্যাথি কারুথ (Cathy Caruth) তাঁর *Unclaimed Experience: Trauma, Narrative and History* (1996) গ্রন্থে ট্রমাকে এমন এক মানসিক অভিঘাত হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন, যা ঘটনার মুহূর্তে ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে অনুধাবন বা আত্মস্থ করতে সক্ষম হয় না; বরং তা বিলম্বিত (Belated) রূপে পুনরাবর্তিত স্মৃতি, দুঃস্বপ্ন এবং অনধিকার প্রবেশকারী স্মৃতিচিত্রের (Intrusive Memories) মাধ্যমে ব্যক্তির চেতনায় ফিরে আসে। (Caruth, 4)

– এই তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে হাসান আজিজুল হকের *আগুনপাখি* উপন্যাস পাঠ করলে দেখা যায়, নামহীন নারী কথকের অভিজ্ঞতায় দেশভাগ কেবল একটি ঐতিহাসিক ঘটনা নয়; বরং তা ব্যক্তিগত স্মৃতি, মানসিক ক্ষত এবং অস্তিত্বগত সংকটের এক গভীর অন্তর্লিখিত ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। ফলে উপন্যাসে ইতিহাসের বহিরঙ্গ রাজনৈতিক বাস্তবতা ও ব্যক্তির অন্তর্জাগতিক ট্রমা পরস্পর নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত হয়ে এক জটিল স্মৃতি-আখ্যান নির্মাণ করেছে।

কারুথের মতে, ট্রমা-তত্ত্বের আলোকে আগুনপাখি উপন্যাসের নামহীন নারী কথকের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, দেশভাগ তার দীর্ঘদিনের পরিচিত সামাজিক বাস্তবতাকে আকস্মিকভাবে বিপর্যস্ত করে দেয়। উপন্যাসের প্রথমার্ধে যে শান্ত, সহাবস্থানভিত্তিক এবং একান্নবর্তী গ্রামীণ সমাজের চিত্র নির্মিত হয়েছে, তা দেশভাগ-উত্তর সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও রাজনৈতিক অস্থিরতার অভিঘাতে সেই সামাজিক কাঠামো দ্রুত ভেঙে পড়ে। দীর্ঘদিনের পারস্পারিক বিশ্বাস ও সামাজিক সংহতির পরিবর্তে সমাজজীবনে স্থান করে নেয় বিভাজন, অবিশ্বাস এবং সহিংসতার আবহ। এই আকস্মিক পরিবর্তন কথকের নিরাপত্তাবোধ, সামাজিক আস্থা এবং পরিচিত জীবন - অভিজ্ঞতার ভিত্তিকে গভীরভাবে নাড়িয়ে দেয়। তিনি বলেন-

> "অ্যাকন যেন গাঁয়ের পর গাঁ উঠে বসেছে, মোসলমানেরা মাথায় ফ্যাটা বেঁধেছে, হিঁদুরা কপালে সিঁদুর লেপেছে, রাগে সবারই চোখ টকটকে লাল। বাঁশের ঝাড়ে ঢুকে বাঁশ কেটে লাঠি বানাইছে, কামারশালে যেয়ে টাঙি সড়কি এই সব বানিয়ে নিছে।"

এই বর্ণনায় গ্রামীণ সমাজের স্বাভাবিক সহাবস্থান মুহূর্তের মধ্যে শত্রুতা ও সহিংসতার আবহে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রতিবেশী মানুষের পারস্পারিক সম্পর্ক ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে বিভক্ত হয়ে পড়ায় কথকের পরিচিত জীবনজগত অপরিচিত ও ভীতিকর বাস্তবতায় পরিণত হয়। কারুথের ভাষায় এই ধরণের আকস্মিক ও অভিভূতকারী (Over-whelming) অভিজ্ঞতাই ট্রমার সূচনা ঘটায়, কারণ তা ব্যক্তির স্বাভাবিক অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির কাঠামোকে ভেঙে দেয়। ফলে উপন্যাসে দেশভাগ কেবল রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি অধ্যায় হিসেবে উপস্থিত হয় না; বরং কথকের মানসজগতে স্থায়ী মানসিক ক্ষত, নিরাপত্তাহীনতা এবং বিচ্ছিন্নতার অনুভূতির জন্ম দিয়ে এক গভীর ট্রমাটিক অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত হয়। এইভাবে *আগুনপাখি* ব্যক্তিগত স্মৃতি ও সামাজিক ইতিহাসকে একত্রে ধারণ করে দেশভাগের অন্তর্লীন মনস্তাত্ত্বিক সত্যকে উন্মোচিত করেছে।

স্মৃতি ও ট্রমার আন্তঃসম্পর্ক উপন্যাসটির অন্যতম কেন্দ্রীয় নান্দনিক ও মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি। এই দ্বন্দ্বময় অভিজ্ঞতার মধ্যে কথক অতীতচারিতা বা নস্টালজিয়াকে কেবল স্মৃতিচারণের মাধ্যম হিসেবে নয়, বরং এক কার্যকর মনস্তাত্ত্বিক প্রতিরক্ষা কবচ (Defense Mechanism) হিসেবে ব্যবহার করেন। ডমিনিক লাকাপ্রা (Dominick LaCapra) তাঁর *Writing History, Writing Trauma* (2001) গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, ট্রমাগ্রস্ত মানুষ প্রায়শই বর্তমানের অসহনীয় বাস্তবতা থেকে সাময়িক মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে একটি 'হারানো স্বর্গ' (lost paradise)-এর মানসিক প্রবৃত্ত হন। (LaCapra, 43) এই পুনর্নির্মাণ নিছক অতীতস্মরণ নয়; বরং তা ট্রমার অভিঘাতকে ধারণ ও সহনীয় করে তোলার এক জটিল মানসিক প্রক্রিয়া।

উপন্যাসের কথক যখন প্রত্যক্ষ করেন যে তার স্বামী ও পুত্ররা একে একে নবগঠিত রাষ্ট্র পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করছে, তখন তিনি দেশভাগজনিত পারিবারিক বিচ্ছিন্নতার গভীর ট্রমায় আক্রান্ত হন। পরিবার - পরিসরের এই ভাঙন তার আত্মপরিচয়, নিরাপত্তাবোধ এবং অস্তিত্বগত স্থিতিকে বিপর্যস্ত করে। ফলত তিনি বারবার স্মৃতির আশ্রয়ে ফিরে যান – সেই অতীতে, যখন তার সংসার ছিল অখণ্ড, নিরাপদ এবং পারস্পরিক সান্নিধ্যের উষ্ণতায় পরিপূর্ণ। এই অর্থে নস্টালজিয়া তার কাছে অতীতের পুনরাবৃত্তি নয়; বরং বর্তমানের অসহনীয় বাস্তবতার বিরুদ্ধে এক মানসিক প্রতিরোধ।

ক্যাথি কারুথ তাঁর গ্রন্থে ট্রমাকে এমন এক অভিজ্ঞতা হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন, যা সংঘটনের মুহূর্তে সম্পূর্ণ ভাবে অনুধাবিত হয় না; বরং তা পরবর্তী সময়ে স্মৃতি, স্বপ্ন, চিত্রকল্প কিংবা পুনরাবৃত্ত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ফিরে আসে। উপন্যাসের কথকের ক্ষেত্রেও সন্তানদের বিদায়ের মুহূর্তটি একটি বিলম্বিত ট্রমা (Belated Trauma) হিসেবে তার স্মৃতিতে ক্রমাগত প্রত্যাবর্তন করে -

> "কখন গাড়ি চারটো মিলিয়ে গেয়েছে। আলো কমছে, ছেঁয়া বাড়ছে। দেখতে দেখতে সব আলো নামতে নামতে সরতে সরতে কোথা চলে গেল আর ছেঁয়া পড়তে লাগল। সারা বাড়িতে অ্যাকন ছেঁয়া, ঘরে ঘরে

ছোঁয়া, ঘরের বাইরে এগ্‌নেয় ছোঁয়া, ডুমুর গাছে ছোঁয়া, পেয়ারা গাছে ছোঁয়া। বাড়িতে আমি একদম একা, অ্যানেক আওয়াজ হতে লাগল সারা বাড়িতে।”

উদ্ধৃতাংশে ‘দেখতে দেখতে’, ‘নামতে নামতে’ এবং ‘সরতে সরতে’ – এই ক্রিয়াপদের ধারাবাহিক পুনরাবৃত্তি সময়ের ধীর অথচ অনিবার্য ক্ষয়কে দৃশ্যমান করে তোলে। আলোর ক্রমশ অপসারণ এখানে কেবল একটি প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা নয়; এটি কথকের জীবন থেকে পারিবারিক নিরাপত্তা, আত্মীয়তার বন্ধন এবং অস্তিত্বগত আশ্রয়ের বিলুপ্তির প্রতীক। অন্যদিকে ‘ছোঁয়া’-এর পুনরাবৃত্তি সমগ্র গৃহপরিসরকে ট্রমার মানসিক ভূদৃশ্যে (Psychic landscape) রূপান্তরিত করে। একই সঙ্গে ‘অ্যানেক আওয়াজ’-এর উপস্থিতি এক ধরনের ট্রমাটিক প্যারাডক্স সৃষ্টি করে – বাহ্যিক নীরবতার মধ্যেও কথকের অন্তর্জগৎ উদ্বেগ, আতঙ্ক এবং স্মৃতির প্রতিধ্বনিতে পূর্ণ। ফলে নীরবতা ও শব্দ পরস্পরের বিপরীতে নয়; বরং ট্রমাজনিত মানসিক বিচ্ছিন্নতার যুগপৎ রূপক হয়ে ওঠে।

সিগমুন্ড ফ্রয়েড (Sigmund Freud)-এর ‘Screen Memory’ ধারণার আলোকে বলা যায়, এই স্মৃতি-চিত্রগুলি কেবল অতীতের নিরপেক্ষ পুনরুৎপাদন নয়; বরং গভীর মানসিক যন্ত্রণাকে আংশিকভাবে আড়াল এবং একই সঙ্গে প্রকাশ করার প্রতীকী নির্মাণ (Freud, 303-322)। আবার মেরিয়ান হার্শ (Marianne Hirsch)-এর স্মৃতি-তত্ত্ব অনুসারে ব্যক্তিগত স্মৃতি যখন একটি বৃহত্তর ঐতিহাসিক বিপর্যয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন তা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সীমানা অতিক্রম করে সমষ্টিগত স্মৃতির (Collective Memory) অংশে পরিণত হয় (Hirsch, 5-9)। সুতরাং এই দৃশ্যটি কেবল একজন মায়ের নিঃসঙ্গতার আখ্যান নয়; বরং দেশভাগের ফলে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু পরিবারের বিচ্ছেদ, অনিশ্চয়তা এবং মানসিক বিপর্যয়ের এক প্রতীকী দলিল। এখানে ব্যক্তিগত ট্রমা ও জাতীয় ইতিহাস পরস্পরকে আলোকিত করে একটি গভীর মানবিক ও ঐতিহাসিক স্মৃতিবয়ান নির্মাণ করেছে।

ক্যাথি কারুথ আরও দেখিয়েছেন যে, ট্রমার আখ্যান কখনোই একরৈখিক বা প্রথাগত ইতিহাসের মতো মসৃণ হয় না; এটি খণ্ডিত স্মৃতির মধ্যদিয়ে প্রকাশিত হয়। (Caruth, 11) *আগুনপাখি*র শেষাংশে কথকের স্মৃতিকথন প্রথাগত সময়ানুক্রমকে ছাড়িয়ে এক গভীর মনস্তাত্ত্বিক স্তরে পৌঁছায়। যখন তার স্বামীও তাকে ছেড়ে চলে যান, তখন কথকের ট্রমা আর কেবল একটি ব্যক্তিগত শোক থাকে না, তা হয়ে ওঠে দেশভাগের শিকার হওয়া সমগ্র মানবজাতির নীরব কান্নার প্রতীক। তিনি তার চারপাশের জড় বস্তু – যেমন ঘরের দেয়াল, উঠোনের গাছপালা – এদের মধ্যে নিজের স্মৃতিকে ধরে রাখতে চান, কারণ মানুষেরা তাকে ছেড়ে চলে গেছে। ইতিহাসের নিষ্ঠুরতার বিপরীতে স্মৃতির এই অবিনাশী শক্তিই কথককে সম্পূর্ণ একা একটি শূন্য ভিটেয় টিকে থাকার শক্তি যোগায়।

সুতরাং, *আগুনপাখি* উপন্যাসটি ক্যাথি কারুথের ট্রমা তত্ত্বের আলোকে দেশভাগের এক অনন্য মনস্তাত্ত্বিক দলিল। হাসান আজিজুল হক দেখিয়েছেন কীভাবে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ফলে সৃষ্ট ট্রমা মানুষের একান্নবর্তী পরিবারকে চূর্ণ করে দেয় এবং ব্যক্তিকে এক অবর্ণনীয় একাকীত্বের দিকে ঠেলে দেয়। তবে এই ট্রমা ও স্মৃতির আখ্যানে কথক কেবল একজন নিষ্ক্রিয় শিকার নন, বরং স্মৃতিরোমন্থনের মধ্যদিয়েই তিনি তার হারিয়ে যাওয়া জগতের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখেন এবং ট্রমাকে জয় করে এক অনন্য আত্মিক শক্তিতে বলীয়ান হন।

পরিবেশ-মনস্তত্ত্ব : স্থান-প্রীতি (Topophilla) এবং শিকড়ের টান : আগুনপাখি উপন্যাসের মূল চরিত্র তথা নামহীন নারী কথকের দেশত্যাগে অস্বীকৃতি এবং শেষ পর্যন্ত নিজের জন্মভিটায় একাকী টিকে থাকার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটির মূল মনস্তাত্ত্বিক উৎস নিহিত রয়েছে পরিবেশ-মনস্তত্ত্ব বা ইকো-ক্রিটিসিজমের (Ecocriticism) গূঢ় তত্ত্বে। ভৌগোলিক ও পরিবেশগত তত্ত্বের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা ই-ফু তুয়ান (Yi-Fu Tuan) তাঁর বিখ্যাত *Topophilia: A Study of Environmental Perception, Attitudes, and Values* (1974) গ্রন্থে ‘টোপোফিলিয়া’(Topophilia) শব্দটির অবতারণা করেছেন, যার সহজ অর্থ হল ‘স্থানের প্রতি মানুষের গভীর আত্মিক, মানসিক ও সংবেদনশীল ভালোবাসা’।(Tuan, 4) তুয়ানের মতে, মানুষের আত্মপরিচয় কেবল তার ঘর, আঙিনা, মাটি, গাছপালা ও আবহাওয়ার সাথে তার অস্তিত্বের এক অবিচ্ছেদ্য এবং

অবিনাশী সংযোগ তৈরি হয়। (Tuan, 92) *আগুনপাখি*-র কথকের মনস্তত্ত্বে এই 'টোপোফিলিয়া' বা স্থান-প্রীতির গভীরতা রাষ্ট্র ও পুরুষতন্ত্রের চাপিয়ে দেওয়া কৃত্রিম নেশন-স্টেটের ধারণাকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করে।

পরিবেশ-মনস্তত্ত্বের আলোকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, *আগুনপাখি* উপন্যাসের কথকের কাছে তার ঘর বা দেশ কোনো মানচিত্রের সীমারেখা কিংবা রাজনৈতিক ভূখণ্ড নয়, বরং তা তার আত্মপরিচয়, স্মৃতি, অভ্যাস ও অস্তিত্বের এক অবিচ্ছেদ্য পরিসর। চেরিল গ্লটফেল্টি (Cheryll Glotfelty) তাঁর *The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology* (1996) গ্রন্থের ভূমিকায় দেখিয়েছেন যে, সাহিত্যিক পাঠে মানুষ ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সম্পর্ক কেবল ভৌত সহাবস্থানের বিষয় নয়; বরং পরিবেশ মানুষের অনুভূতি, স্মৃতি, পরিচয় এবং মানসিক জগতের নির্মাণেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করে (Glotfelty xviii)। এই দৃষ্টিকোণ থেকে *আগুনপাখি*র কথক যখন তার প্রাত্যহিক জীবনের কথা বলেন, তখন ঘর, উঠোন, পুকুরপাড়, ক্ষেত-খামার, গাছপালা এবং ঋতুপরিবর্তনের মতো প্রাকৃতিক ও গার্হস্থ্য উপাদানগুলো। বারবার ফিরে আসে, এগুলো কেবল স্থান বর্ণনার অনুষঙ্গ নয়, বরং তার স্মৃতির আধার, আবেগের আশ্রয় এবং অস্তিত্বগত নিরাপত্তার প্রতীক।

দীর্ঘদিনের বসবাস, দৈনন্দিন অভ্যাস এবং পরিবেশের সঙ্গে নিবিড় মিথস্ক্রিয়ার ফলে এই ভূদৃশ্য কথকের মানসিক সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। ফলে পরিবারের পুরুষ সদস্যরা যখন অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি কিংবা ধর্মীয় নিরাপত্তার অজুহাতে বাস্তুভিটা ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেয়, তখন কথক সেই সিদ্ধান্তকে কেবল একটি ভৌগোলিক স্থানান্তর হিসেবে দেখেন না; বরং নিজের অস্তিত্বের ভিত্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কা হিসেবে অনুভব করেন। পরিচিত পরিবেশ হারানোর অর্থ তার কাছে নিজের সত্তার গভীর সংকটে পতিত হওয়া। দেশান্তরের প্রস্তাবের মুখে তার এই পরিবেশ-মনস্তাত্ত্বিক আকুতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে –

> "আমি ক্যানে তোমাদের সাথে দেশান্তরী হব... এক লাগোয়া মাটি, ইদিকে একটি আমগাছ একটি তাল-গাছ, উদিকেও তেমনি একটি আমগাছ, একটি তালগাছ! তারা দুটো আলেদা দ্যাশের হয়ে গেল? কই ঐখানটোয় আসমান তো দুরকম লয়। শুদু ধম্মোর কথা বোলো না বাবা, তাইলে পিথিমির কুনো দ্যাশেই মানুষ বাস করতে পারবে না।"

এই উক্তির মধ্যদিয়ে কথক রাজনৈতিক সীমানার কৃত্রিমতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেন এবং প্রকৃতি ও মানবজীবনের অন্তর্নিহিত ঐক্যের প্রতি আস্থা প্রকাশ করেন। এখানে দেশ কোনো রাষ্ট্র–নির্ধারিত ভূখণ্ড নয়; বরং স্মৃতি, প্রকৃতি, সম্পর্ক এবং জীবনযাপনের অভিন্ন অভিজ্ঞতায় নির্মিত এক জীবন্ত স্থান (Place)।

কথকের এই উপলব্ধি ই-ফু তুয়ান-এর স্থানতত্ত্ব (Place Theory)-এর সঙ্গে গভীর সামঞ্জস্য বহন করে। তুয়ানের মতে, দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতা, আবেগ, স্মৃতি এবং মানসিক সম্পর্কের মধ্যদিয়ে একটি বিমূর্ত 'Space' ধীরে ধীরে অর্থবহ 'Place'-এ রূপান্তরিত হয়। তাই *আগুনপাখি*-এর কথকের কাছে বাস্তুভিটা কেবল বসবাসের ভৌগোলিক স্থান নয়, বরং তার আত্মপরিচয়, সাংস্কৃতিক স্মৃতি এবং মানসিক নিরাপত্তার ভিত্তি। দেশত্যাগের বিরোধিতায় উচ্চারিত তার বক্তব্য সেই গভীর স্থান-অনুভূতিরই সাহিত্যিক প্রকাশ, যেখানে পরিবেশ ও মানুষের অস্তিত্ব পরস্পরের পরিপূরক হয়ে ওঠে।

ইকোক্রিটিসিজমের অন্যতম তাত্ত্বিক লরেন্স বুয়েল (Lawrence Buell) তাঁর *The Environmental Imagination: Thoreau, Nature Writing, and the Formation of American Culture* (1995) গ্রন্থে মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ককে কেবল সম্পদ-নির্ভর বা উপযোগবাদী সম্পর্ক হিসেবে বিবেচনা করেন না; বরং মানুষের আত্মপরিচয়, নৈতিক চেতনা এবং স্থান-অভিজ্ঞতার পরিবেশের গভীর আন্তঃসম্পর্কের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর মতে, মানুষের পরিচয় কেবল সামাজিক, সংস্কৃতিক কিংবা রাজনৈতিক নির্মাণের ফল নয়; বরং যে ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, জীববৈচিত্র্য এবং পরিবেশে সে দীর্ঘকাল বসবাস করে, সেই পরিবেশও তার আত্মপরিচয় নির্মাণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে (Buell 21)। প্রকৃতি তাই মানুষের বাইরের কোনো সত্তা নয়; বরং তার অস্তিত্বেরই সম্প্রসারিত পরিসর।

বুয়েলের এই তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে *আগুনপাখি* উপন্যাসের কথকের আত্মপরিচয়কে একটি পরিবেশ নির্ভর আত্মপরিচয় (Environmentally Rooted Identity) হিসেবে পাঠ করা যায়। তাঁর কাছে দেশ কোনো রাষ্ট্রকেন্দ্রিক ভূখণ্ড

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 22
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 195 - 205
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নয়; বরং মাটি, নদী, গাছপালা, ঋতুচক্র, ভাষা, লোকসংস্কৃতি, পারিবারিক স্মৃতি এবং জীবনযাপনের অভিজ্ঞতায় নির্মিত এক জীবন্ত পরিবেশগত জগৎ। ফলে দেশ তাঁর কাছে রাজনৈতিক নাগরিকত্বের চেয়ে অনেক বেশি – এটি তাঁর অস্তিত্বের ভিত্তি।

একই তাত্ত্বিক পরিসরে এডওয়ার্ড রেলফ (Edward Relph) তাঁর *Place and Placelessness* (1944) গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, মানুষের অস্তিত্ব একটি নির্দিষ্ট 'Place'-এর সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। যখন মানুষ সেই পরিচিত স্থান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তখন তার মধ্যে 'Placelessness' বা স্থানহীনতার অনুভূতি জন্ম নেয়, যা অস্তিত্বগত বিচ্ছিন্নতার অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করে (Relph, 38-56)। *আগুনপাখি*-র কথক বিদেশে বসবাসের সম্ভাবনাকে এই কারণেই প্রত্যাখ্যান করেন যে, তার কাছে স্থানান্তর মানে কেবল নতুন দেশে বসবাস নয়; বরং নিজের অস্তিত্বের ভিত্তিকে হারিয়ে ফেলা।

স্থান ও আত্মপরিচয়ের এই অন্তর্নিহিত সম্পর্ককে দার্শনিক গভীরতা প্রদান করেছেন গাস্তন ব্যাচেলার্ড (Gaston Bachelard) তাঁর The Poetics of Space (1958) গ্রন্থে। ব্যাচেলার্ডের মতে, মানুষের বসবাসের স্থান কেবল একটি ভৌত কাঠামো নয়; বরং স্মৃতি, কল্পনা, নিরাপত্তা ও আত্মপরিচয়ের আধার। মানুষের মানসিক জগৎ তার বসবাসের স্থানকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে (Bachelard, xxxv-xxxvii)। *আগুনপাখি*-র কথকের ক্ষেত্রেও জন্মভূমির মাটি, প্রকৃতি ও পরিবেশ তার আত্মপরিচয়ের এমনই এক অন্তর্গত পরিসর, যা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া মানে নিজের অস্তিত্বের গভীরতম স্তর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া।

উপন্যাসে প্রতিফলিত পুরুষতান্ত্রিক সমাজিক দৃষ্টিভঙ্গি নারীর পরিচয়কে স্বামীর গৃহের সঙ্গে একীভূত করে দেখতে চাইলেও কথক সেই ধারণাকে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। তার অভিজ্ঞতায় নারীর স্থানচেতনা জন্মভূমি, প্রকৃতি এবং দীর্ঘ জীবন-অভিজ্ঞতার মধ্যেই গড়ে ওঠে। ফলে স্বামী যখন বিদেশে সন্তান-সন্ততি ও আর্থিক নিরাপত্তার মধ্যে অবশিষ্ট জীবন কাটানোর প্রস্তাব দেন, তখন কথক দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে বলেন –

> "ঐ লোভ আমাকে তুমি আর দেখিয়ো না। চারাগাছ এক জায়গা থেকে আর জায়গায় লাগাইলে হয়, এক দ্যাশ থেকে আর দ্যাশে লাগাইলেও বোধায় হয়, কিন্তুক গাছ বুড়িয়ে গেলে আর কিছুতেই ভিন্ মাটিতে বাঁচে না।"

এই বক্তব্যে 'গাছ' একটি গভীর পরিবেশগত রূপক। চারাগাছকে যেমন অন্যত্র প্রতিস্থাপন করা যায়, তেমনি জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষও নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিতে সক্ষম হয়। কিন্তু একটি পরিণত বৃক্ষ যেমন তার মাটি, জলবায়ু, অণুজীব, শিকড় এবং সমগ্র বাস্তুতন্ত্রের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে তোলে, তেমনি দীর্ঘ জীবনযাপনের মধ্যদিয়ে মানুষের আত্মপরিচয়ও তার স্থানিক পরিবেশের সঙ্গে জৈবিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিকভাবে একাত্ম হয়ে যায়। ফলে অন্য দেশে স্থানান্তর কেবল ভৌগোলিক স্থান পরিবর্তন নয়; এটি আত্মপরিচয়ের শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অভিজ্ঞতা।

সমগ্র আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, *আগুনপাখি*-র কথকের জন্মভূমির প্রতি অনুরাগকে নিছক নস্টালজিক বা আবেগ হিসেবে ব্যাখ্যা করা যথেষ্ট নয়। বরং এটি মানুষের পরিবেশগত আত্মপরিচয়, স্থানচেতনা, স্মৃতিনির্ভর অস্তিত্ব এবং প্রকৃতির সঙ্গে গভীর সহাবস্থানের এক শক্তিশালী সাহিত্যিক অভিব্যক্তি। বুয়েলের পরিবেশগত কল্পনা, তুয়ানের টোপোফিলিয়া, রেলফের স্থানচেতনা এবং ব্যাচেলার্ডের স্থান-অন্তরঙ্গতার ধারণা সমন্বিতভাবে প্রমাণ করে যে কথক জন্মভূমিকে কেবল একটি ভৌগোলিক অবস্থান হিসেবে নয়, বরং নিজের অস্তিত্ব, স্মৃতি এবং আত্মপরিচয়ের অবিচ্ছেদ্য পরিবেশগত ভিত্তি হিসেবে উপলব্ধি করেন। তার উচ্চারণ, "গাছ বুড়িয়ে গেলে আর কিছুতেই ভিন মাটিতে বাঁচে না"- ব্যক্তিগত অনুভূতির সীমা অতিক্রম করে মানুষ, প্রকৃতি ও স্থানের পারস্পারিক নির্ভরতার এক গভীর ইকোক্রিটিক্যাল দর্শনে পরিণত হয়েছে।

সমাপনী কথন (Conclusion) **:** *আগুনপাখি* উপন্যাসের এই বহুমাত্রিক ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণটি এটি প্রতিপন্ন করে যে, আখ্যানটি কেবল ১৯৪৭ সালের দেশভাগের একটি প্রথাগত বা ঐতিহাসিক বিবরণ মাত্র নয়; বরং এটি উত্তর-উপনিবেশবাদী রাষ্ট্র গঠনের অভিঘাতে ক্ষতবিক্ষত এক গ্রামীণ জনপদের ভেতর থেকে উঠে আসা এক পরম অস্তিত্ববাদী ও প্রতিরোধী

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 22
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 195 - 205
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মানবিক দলিল। বর্তমান গবেষণা প্রবন্ধে ব্যবহৃত চারটি প্রভাবশালী তাত্ত্বিক কাঠামো – উত্তর-উপনিবেশবাদ, সাবঅলটার্ন নারীবাদ, ট্রমা স্টাডিজ এবং পরিবেশ-মনস্তত্ত্ব উপন্যাসের নামহীন নারী কথকের মনস্তাত্ত্বিক রূপান্তর এবং তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে একটি সুসংহত প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি প্রদান করেছে। এই তত্ত্বগুলোর পারস্পরিক আন্তঃসম্পর্কই প্রমাণ করে যে, কীভাবে একটি প্রান্তিক ও অবদমিত কণ্ঠস্বর শেষ পর্যন্ত সমস্ত রাজনৈতিক ও পিতৃতান্ত্রিক আধিপত্যকে নস্যাৎ করে দিয়ে সার্বভৌম হয়ে উঠতে পারে।

গবেষণার মূল প্রাপ্তিগুলোর সংশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের রেখে যাওয়া বিভাজনের রাজনীতি ও কৃত্রিম জাতীয়তাবাদের যে মহাবয়ান (Grand Narrative), তা সাধারণ মানুষের জীবন ও একান্নবর্তী পরিবারকে সম্পূর্ণ খণ্ডিত করে দিয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র যখন এই কৃত্রিম সীমানাকে নিয়ত হিসেবে মেনে নিয়ে দেশান্তরের যৌথ সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়, তখন গায়ত্রী স্পিভাক বর্ণিত সেই নীরব 'সাবঅলটার্ন' নারী নিজের অবদমিত অবস্থান থেকে এক অনন্য প্রতিরোধী এজেন্সিতে (Agency) উত্তীর্ণ হন। পরিবারের পুরুষদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তার সেই দৃঢ় ও শান্ত 'না' বলার ক্ষমতাই প্রথাগত ইতিহাসকে চ্যালেঞ্জ করে। অন্যদিকে, ক্যাথি কারুথের ট্রমা তত্ত্বের আলোকে স্পষ্ট হয় যে, পরিবারবিচ্ছিন্নতা এবং দাঙ্গার ভীতি কথকের মনস্তত্ত্বে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করলেও, তিনি অতীতচারিতা বা নস্টালজিয়াকে তার মানসিক প্রতিরক্ষাকবচ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। আর এই ট্রমাগ্রস্ত মনস্তত্ত্বকে নিরাময় ও শক্তি জুগিয়েছে ই-ফু তুয়ান বর্ণিত 'টোপোফিলিয়া' বা স্থান-প্রীতির পরম অনুভূতি। রাষ্ট্র ও পরিবারের পুরুষদের কাছে 'দেশ' যেখানে একটি পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক মানচিত্র, এই পরিবেশগত চেতনায় দীক্ষিত নারীর কাছে 'দেশ' সেখানে তার ঘর, উঠোন, গাছপালা ও মাটির সাথে একাত্ম হওয়া এক অবিনাশী অস্তিত্ব।

আজকের সমসাময়িক বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপটে *আগুনপাখি* উপন্যাসের প্রাসঙ্গিকতা অপরিসীম। একবিংশ শতাব্দীতেও যখন বিশ্বজুড়ে কৃত্রিম জাতীয়তাবাদ, ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা, যুদ্ধ এবং এর ফলে সৃষ্ট তীব্র উদ্বাস্তু ও শরণার্থী সংকট মানবসভ্যতাকে প্রতিনিয়ত তাড়া করে বেড়াচ্ছে, তখন *আগুনপাখি*-র কথক আমাদের শেখান শিকড়ের গুরুত্ব। রাষ্ট্র যখন মানুষকে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে বিভক্ত করতে চায়, তখন এই নামহীন গ্রামীণ নারী তার পরিবেশগত আত্মপরিচয় (Ecological Identity) ও মাটির প্রতি দায়বদ্ধতাকে উচ্চে তুলে ধরেন। কোনো রাজনৈতিক আদর্শ বা তত্ত্ব না জেনেও, কেবল সহজাত মানবিক ও পরিবেশবাদী বুদ্ধি দিয়ে তিনি যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন, তা যেকোনো সময়ের বাস্তুচ্যুত ও প্রান্তিক মানুষের লড়াইয়ের এক কালজয়ী ইশতেহার। পরিশেষে বলা যায়, *আগুনপাখি*-র সেই নামহীন কথক আসলে এমন এক অবিনাশী সত্তার প্রতীক, যা সমস্ত ট্রমা ও একাকীত্বকে জয় করে নিজের ঘরের আঙিনাকেই করে তোলে পরম স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের চারণভূমি।

Bibliography:

ক্যারুথ, ক্যাথি, *আনক্লেমড এক্সপেরিয়েন্স: ট্রমা, ন্যারেটিভ, অ্যান্ড হিস্ট্রি*, জনস হপকিন্স ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৬

গ্লটফেল্টি, চেরিল এবং হ্যারল্ড ফ্রম, সম্পা., দ্য ইকোক্রিটিসিজম রিডার: ল্যান্ডমার্কস ইন লিটারেরি ইকোলজি, ইউনিভার্সিটি অফ জর্জিয়া প্রেস, ১৯৯৬

চ্যাটার্জী, পার্থ, *দ্য নেশন অ্যান্ড ইটস ফ্র্যাগমেন্টস: কলোনিয়াল অ্যান্ড পোস্টকলোনিয়াল হিস্ট্রিজ*, প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৩

তুয়ান, ই-ফু, *টোপোফিলিয়া: আ স্টাডি অফ এনভায়রনমেন্টাল পারসেপশন, অ্যাটিটিউডস, অ্যান্ড ভ্যালুজ*, প্রেন্টিস-হল, ১৯৭৪

ফানো, ফ্রান্তজ, *দ্য রেচেড অফ দ্য আর্থ*, গ্রোভ প্রেস, ১৯৬৩

ফ্রয়েড, সিগমুন্ড, স্ক্রিন মেমোরিজ, *দ্য স্ট্যান্ডার্ড এডিশন অব দ্য কমপ্লিট সাইকোলজিক্যাল ওয়ার্কস অব সিগমুণ্ড ফ্রয়েড*, খণ্ড ৩, অনুবাদ ও সম্পা. জেমস স্ট্রেচি, হোগার্থ প্রেস অ্যান্ড দ্য ইনস্টিটিউট অব সাইকো-অ্যানালিসিস, ১৯৬২

ভাবা, হোমি কে., *নেশন অ্যান্ড ন্যারেশন*, রুটলেজ, ১৯৯০

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 22
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 195 - 205
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive
OPEN ACCESS
IF 8.111

বুয়েল, লরেন্স, *দ্য এনভায়রনমেন্টাল ইমাজিনেশন: থরো, নেচার, অ্যান্ড দ্য আমেরিকান রাইটিং ফ্রম অ্যান এনভায়রনমেন্টাল পারসপেক্টিভ*, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৫

রেলফ, এডওয়ার্ড, *প্লেস অ্যান্ড প্লেসলেসনেস*, পিয়ন, ১৯৭৬

মাহমুদ, সাবা, *পলিটিক্স অফ পাইটি: দ্য ইসলামিক রিভাইভাল অ্যান্ড দ্য ফেমিনিস্ট সাবজেক্ট*, প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৫

ব্যাচেলার্ড, গাস্তন, *দ্য পোয়েটিক্স অব স্পেস*, অনুবাদ: মারিয়া জোলাস, বিকন প্রেস, ১৯৯৪

লাকাপ্রা, ডমিনিক, *রাইটিং হিস্ট্রি, রাইটিং ট্রমা, জনস হপকিন্স ইউনিভার্সিটি প্রেস*, ২০০১

স্পিভাক, গায়ত্রী চক্রবর্তী, *"ক্যান দ্য সাবঅল্টার্ন স্পিক?"* ওয়েজিং ইন মেটালেপসিস, রোদালিন্ড মরিস (সম্পা.) কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১০

হক, হাসান আজিজুল, *আগুনপাখি*, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৮

হার্শ, মেরিয়ান, *দ্য জেনারেশন অব পোস্টমেমোরি: রাইটিং অ্যান্ড ভিজ্যুয়াল কালচার আফটার দ্য হলোকস্ট*, কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১২

হুকস, বেল, *টকিং ব্যাক: থিংকিং ফেমিনিস্ট, থিংকিং ব্ল্যাক*, সাউথ এন্ড প্রেস, ১৯৮৯